কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 25 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

চলে গেলেন বুয়েটের প্রথম নারী উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক খালেদা একরাম (৬৬) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে ব্যাংককের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক খালেদা একরাম ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বুয়েট উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নন হসকিন্স লিম্ফোমাসহ বেশ কয়েকটি অসুখে ভুগছিলেন। গত ১৩ মে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ব্যাংকক নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ব্যাংকক জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এর মধ্যে ১৭ মে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়।

খালেদা একরামের মরদেহ, আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

চলে গেলেন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পৌঁছার কথা। একই দিন বিকেল ৫টায় বুয়েট মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টায় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মরদেহ রাখা হবে বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের সামনে। তবে দাফনের দিনক্ষণ নিয়ে মরহুমার পরিবার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানিয়েছেন বুয়েটের তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক মো. শাহ আলম।

খালেদা একরামের জন্ম ১৯৫০ সালের ৬ আগস্ট। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। বুয়েট সূত্র জানায়, খালেদা একরামের বাড়ি বগুড়ায়। জন্ম ঢাকায়। ঢাকাতেই বড় হয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পড়েছেন খালেদা একরাম। তিনি বুয়েটের ইতিহাসে প্রথম নারী উপাচার্য।

বুয়েটের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও স্থাপত্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক জেবুন নাসরীন আহমদ জানান, ১৯৭৪ সালে বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগ থেকে স্নাতক শেষ করার পরের বছরই একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন খালেদা একরাম। এরপর ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই ইউনিভার্সিটি থেকে স্থাপত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ১৯৯৫ সালে পূর্ণ অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলের মা।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আতাউর রহমান বলেন, 'অন্য বিভাগের শিক্ষক হওয়ায় খালেদা একরামের সঙ্গে সেভাবে ওঠাবসা ছিল না। তবে উপাচার্য হওয়ার পর তাঁর কর্মনিষ্ঠায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সেশন ঠিক সময়ে শুরু করা এবং ঠিক সময়ে শেষ করাসহ প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি।'

খালেদা একরামের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শোক প্রকাশ করেছেন। শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও।